# লেকচার ৫

◆ বাংলাদেশের সম্পদসমূহ, চ্যালেঞ্জ, অর্জনসমূহ

## বাংলাদেশের সম্পদসমূহ, চ্যালেঞ্জ, অর্জনসমূহ

### বাংলাদেশের সম্পদসমূহ

### বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ

### বাংলাদেশের কৃষিবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

| বাংলাদেশের কৃষি দিবস | পহেলা অগ্রহায়ণ |
|---|---|
| পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম কৃষিশুমারি হয় | ১৯৬০ সালে |
| বাংলাদেশে প্রথম কৃষিশুমারি হয় | ১৯৭৭ সালে |
| জাতীয় বীজ পরীক্ষাগার অবস্থিত | গাজীপুরে |
| সার্ক কৃষি তথ্যকেন্দ্র (SAC) অবস্থিত | ফার্মগেট, ঢাকা |
| SAC প্রতিষ্ঠিত হয় | ১৯৮৯ সালে |
| বর্তমানে GDP-তে কৃষি খাতের অবদান | ১১.৫০% [অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২২] |
| দেশের বৃহত্তম 'দত্তনগর কৃষি খামার অবস্থিত' | ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলায় |
| স্বর্ণা সারের বৈজ্ঞানিক নাম | ফাইটো হরমোন ইনডিউসার |
| বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার দেয়া হয় | ১৯৭৩ সাল থেকে |
| বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কারের পূর্বনাম | রাষ্ট্রপতি কৃষি পুরস্কার |
| খরিপ শস্য বলতে বোঝায় | গ্রীষ্মকালীন শস্যকে |
| 'শস্যভান্ডার' হিসেবে পরিচিত জেলা | বরিশাল |
| বাংলাদেশের একমাত্র আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগার অবস্থিত | ঈশ্বরদী,পাবনা |
| তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সদরদপ্তর | ফার্মগেট, ঢাকা |
| বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (BSRTI) অবস্থিত | রাজশাহীতে |
| স্বর্ণা সার আবিষ্কার করেন | বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ড. আব্দুল খালেক |
| ভূমিহীন কৃষক | যে সকল কৃষকদের নিজেদের জমির পরিমাণ ১ একরের নিচে |
| বাংলাদেশের ডাল গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত | ঈশ্বরদীতে |
| বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাত | কৃষি |
| বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (BSRI) অবস্থিত | পাবনার, ঈশ্বরদীতে |
| বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় | ১৯৫১ সালে |
| 'দত্তনগর কৃষি খামার' কার্যক্রম শুরু করে | ১৯৬২ সালে |
| বাংলাদেশের একমাত্র খাদ্য ও পুষ্টি ইনস্টিটিউট অবস্থিত | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় |
| বাংলাদেশে কৃষি জমির ক্ষেত্রে খাজনা দিতে হয় না | ৮.২৫ একর বা ২৫ বিঘা পর্যন্ত |
| ২০১২ সালে বাংলাদেশ আফ্রিকার যে দেশে প্রথম কৃষিকাজ শুরু করে | সেনেগালে |
| BARI এর পূর্ণরূপ | Bangladesh Agricultural Research Institute |

- ☑ বাংলাদেশে সর্বশেষ কৃষিশুমারি ও পূর্ণাঙ্গ কৃষিশুমারি (গ্রাম ও শহরে একযোগে) হয় ২০১৯ সালের ০৯ ২০ জুন।
- ☑ যে জমি চাষ করে কেবল উৎপাদনের খরচ তুলতে পারে তাকে প্রান্তিক জমি বলে।
- ☑ এ পর্যন্ত বাংলাদেশে ৫টি কৃষিশুমারি হয়। যথা : ১৯৭৭, ১৯৮৬, ১৯৯৭, ২০০৮ ও ২০১৯ সালে।
- ☑ ২০১৯ সালের ৯-২০ জুন শুরু হয় কৃষি (শস্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ) শুমারি ২০১৮ এর তথ্য সংগ্রহ কাজ।
- ☑ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর শুমারি পরিচালনা করে।
- ☑ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) কৃষি অনুষদের জন্য বিশ্ব প্রোগ্রামের নির্দেশিকা অনুযায়ী এ শুমারি পরিচালিত হয়।

- ☑ রবি ঋতুতে উৎপন্ন ফসলকে রবি শস্য বা শীতকালীন শস্য এবং খরিপ ঋতুতে উৎপন্ন ফসলকে খরিপ শস্য বা গ্রীষ্মকালীন শস্য বলে।
- ☑ BARI-Bangladesh Rice Research Institute.
- ☑ BRRI- Bangladesh Rice Research Institute.
- ☑ বাংলাদেশের কৃষি দিবস- ১ অগ্রাহায়ণ।

| বাংলাদেশের ফসল উৎপাদনের মৌসুম | |
|---|---|
| ফসল উৎপাদনের মৌসুম | ফসল উৎপাদনের জন্য সারা বছরকে ২টি মৌসুমে ভাগ করা যায়।<br>১. বরি মৌসুম ২. খরিপ মৌসুম। |

| ১. রবি মৌসুম | |
|---|---|
| **সময়কাল** | **ফসলসমূহ** |
| • আশ্বিন মাস থেকে ফাল্গুন মাস, সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে মার্চের মাঝামাঝি) পর্যন্ত।<br>• শীতকালে রোপন গ্রীষ্মকালে উত্তোলন।<br>• এজন্য রবি শস্যকে শীতকালীন শস্যও বলা হয়। | ফুলকপি, বাঁধাকপি, মূলা, গাজর, লাউ, শিম, টমেটো, বোরো ধান, গম, আলু ও সরিষা। |
| **২. খরিপ মৌসুম** | |
| খরিপ মৌসুমকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা: | খরিপ ১ ও খরিপ ২ |
| **সময়কাল** | **ফসলসমূহ** |
| **খরিপ ১ :**<br>• চৈত্র মাস থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত (মার্চের মাঝামাঝি- জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময় অর্থাৎ গ্রীষ্মকাল। | পুঁইশাক, মিষ্টিকুমড়া, করলা, পটল, কাঁকরোল, বরবটি, ঢেঁড়শ, আউশ, ধান, পাট। |
| **খরিপ ২:**<br>• আষাঢ় মাস থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত (জুনের মাঝামাঝি সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি)।<br>• এ সময়কে বর্ষাকালও বলা হয়। | আমলকী, জলপাই, তাল, বাতাবিলেবু, আমন ও বর্ষাকালীন সবজি। |
| **অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি** | |
| বারোমাসি সবজি | লালশাক, বেগুণ, ঢেঁড়শ |
| জুম চাষ হলো | পাহাড়ের ঢালে চাষাবাদ |
| জুম চাষের বিকল্প পদ্ধতি হলো | সল্ট |

## বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য শস্য ও অর্থকরী ফসল

- ☑ ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ- তৃতীয় এবং প্রথম- চীন।
- ☑ চাল রপ্তানীতে শীর্ষে–ভারত।
- ☑ চাল আমদানীতে শীর্ষে-চীন।
- ☑ বাংলামতি- এক ধরনের সুগন্ধি ধান।
- ☑ সম্প্রতি উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান হল- সুপার রাইচ।
- ☑ বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ধান হয়- ময়মনসিংহে।
- ☑ মোট আবাদি জমির মধ্যে ধান চাষ হয়- ৮০%।
- ☑ সর্ব প্রথম উফশী ধান- ইরি-৮।
- ☑ মঙ্গার ধান বলা হয়- বি-৩৩।
- ☑ খরা সহিষ্ণু ধান- নারিকা-১।
- ☑ ব্র্যাক কর্তৃক ভারত থেকে আমদানি কৃত ধান- আলোক-৬২০১।
- ☑ সবচেয়ে বেশি চাল কল- নওগাঁয়।
- ☑ কাটারিভোগ চাল পাওয়া যায়- দিনাজপুর।
- ☑ আমন ধান রোপন করা হয়- জুলাই-আগস্ট।
- ☑ আমন ধান কাটা হয়- অগ্রহায়ন-পৌষ।
- ☑ IJSG (International Jute Study Group) প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০২ সালে, সদরদপ্তর ঢাকার ফার্মগেটে (IJO গঠিত হয় ১৯৮৪) বিলুপ্ত-২০০০ সাল।
- ☑ একটি কাঁচা পাটের গাইটের ওজন- ৪.৫০ মণ। (১৮০ কেজি)
- ☑ একহাজার টি তাঁত নিয়ে আদমজী পাটকল চালু হয়- ৩০ জুন ১৯৫১ এবং বন্ধ হয়-৩০ জুন ২০০২।
- ☑ বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী পাট উৎপন্ন হয় ফরিদপুর জেলায়। ময়মনসিংহ, ঢাকা-কুমিল্লা বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ পাট বলয়।
- ☑ বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল-পাট।
- ☑ বাংলাদেশের দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল-চা।
- ☑ পাটচাষ করা হয়- ১০% জমিতে।
- ☑ পাটকে বলা হয়- সোনালী আঁশ।
- ☑ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট-শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ☑ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়-১৯৫১ সালে।
- ☑ **চা**
- ☑ বাংলাদেশের দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল- চা।
- ☑ চা চাষ বাংলাদেশে ১ম শুরু- ১৮৮০ সালে। (চট্টগ্রাম ক্লাব প্রাঙ্গনে)
- ☑ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চা চাষ শুরু- ১৮৫৭ সালে।
- ☑ দেশের প্রথম চা বাগান-মালনীছড়া, সিলেট।
- ☑ অর্গানিক চা উৎপন্ন হয়- পঞ্চগড়।
- ☑ চা কন্যার জেলা-মৌলভীবাজার।
- ☑ দ্বিতীয় চা উৎপাদনকারী জেলা হল- হবিগঞ্জ।
- ☑ বাংলাদেশে মোট চা বাগান রয়েছে-১৬৮টি (সর্বশেষ খাগড়াছড়ি)।
- ☑ সবচেয়ে বেশি চা বাগান আছে- মৌলভীবাজার জেলায়-৯১টি। তাছাড়া হবিগঞ্জ-২৫টি, চট্টগ্রাম-২১টি, সিলেট-১৯টি, পঞ্চগড়-৮টি, নীলফামারী-১টি, রাঙ্গামাটি-২টি।
- ☑ চা উৎপাদনে প্রথম দেশ-চীন।
- ☑ চা রপ্তানিতে প্রথম দেশ-কেনিয়া, শ্রীলঙ্কা।
- ☑ চা আমদানিতে প্রথম দেশ-যুক্তরাষ্ট্র।
- ☑ চা উৎপাদনে বাংলাদেশ-দশম (নবম)।
- ☑ বাংলাদেশে চা জাদুঘর রয়েছে- শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
- ☑ পাটের পাতা দিয়ে চা তৈরি করা প্রথম দেশ – বাংলাদেশ।
- ☑ **গম**
- ☑ বাংলাদেশে বেশি গম হয়- ঠাকরগাঁও।
- ☑ গম উৎপাদনে শীর্ষ দেশ- চীন।
- ☑ গম রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ- রাশিয়া।
- ☑ গম আমদানিতে শীর্ষ দেশ- মিশর।
- ☑ উন্নত জাতের গম জাত- অঘ্রানী, সোনালিকা, বলাকা, দোয়েল, আনন্দ, আকবর, কাঞ্চন, বরকত ইত্যাদি।
- ☑ **অন্যান্য**
- ☑ তামাক উৎপাদনে শীর্ষ জেলা-কুষ্টিয়া।
- ☑ আলু উৎপাদনে শীর্ষ জেলা- জয়পুরহাট।
- ☑ তুলা উৎপাদনে শীর্ষ জেলা- ঝিনাইদহ (বিশ্বে ১ম চীন, রপ্তানিতে-যুক্তরাষ্ট্র, আমদানিতে ১ম চীন)।
- ☑ তুলা চাষের জন্য উপযোগী জেলা-যশোর।
- ☑ রূপালী ও ডেলফোর্স-উন্নতজাতের তুলা।
- ☑ বাংলাদেশের রেশম গুটির চাষ হয়- রাজশাহীর চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
- ☑ রেশম বেশি উৎপন্ন হয়- নবাবগঞ্জ (রাজশাহী)।
- ☑ বাংলাদেশের রেশম বোর্ড অবস্থিত- রাজশাহীতে।

| ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কিত তথ্যাবলি | |
|---|---|
| **বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি** | ভূ–প্রকৃতিগতভাবে বাংলাদেশকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।<br>১। টারশিয়ারি যুগের পাহাড় সমূহ।<br>২। প্লাইস্টোসিনকালের সোপান সমূহ।<br>৩। সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি বা নদী বিধৌত বিস্তৃর্ণ সমভূমি। |

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির মানচিত্র

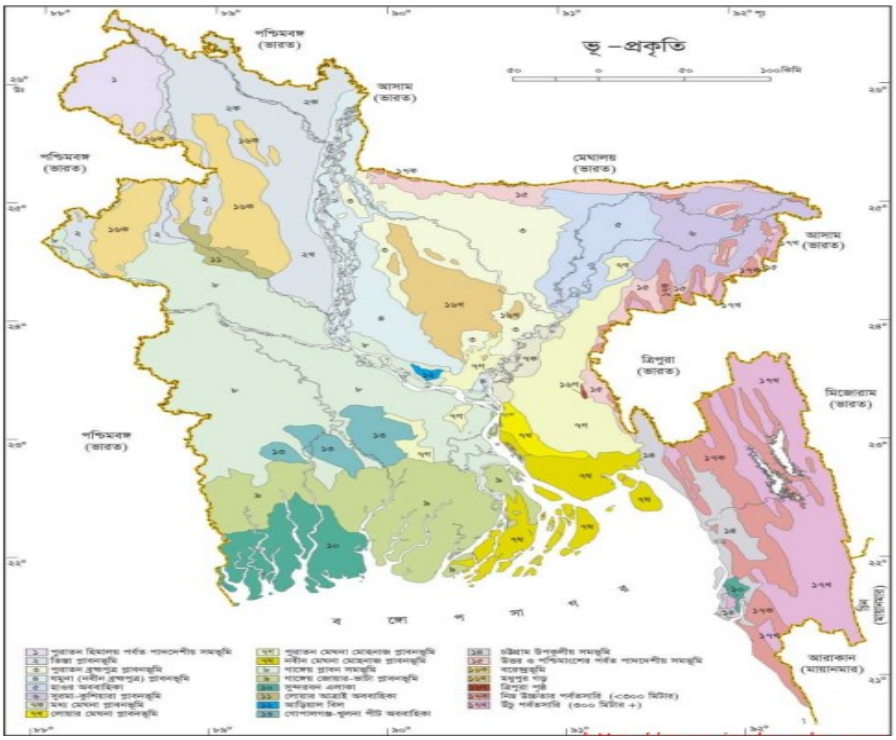


| টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ | |
|---|---|
| • বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব, উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ এ অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত।<br>• টারশিয়ারি যুগে হিমালয় পর্বত হতে এসব পাহাড়ের সৃষ্টি হয়েছে।<br>• এ পাহাড়গুলো আসামের লুসাই এবং মিয়ানমারের আরাকান পাহাড়ের সমগোত্রীয়।<br>• বাংলাদেশের মোট আয়তনের ১২%<br>• টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:<br>(ক) দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ।<br>(খ) উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ। | |
| **দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ** | • রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার পূর্বাংশ এ অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত।<br>• এ পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা ৬১০ মিটার।<br>• বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পাহাড় এ অঞ্চলে অবস্থিত।<br>• এ অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য শৃঙ্গ:<br>i. তাজিংডং (বিজয়), উচ্চতা- ১২৩১ মিটার, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ।<br>ii. কিওক্রাডং (১২৩০ মিটার)। |
| **উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ** | • ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা জেলার উত্তরাংশ, সিলেট জেলার উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশ এবং মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার দক্ষিণাঞ্চল নিয়ে এ পাহাড় বিস্তৃত এবং এদের গড় উচ্চতা ২৪৪ মিটারের বেশি নয়।<br>• উত্তরের পাহাড়গুলো স্থানীয়ভাবে টিলা নামে পরিচিত।<br>• টিলাগুলোর গড় উচ্চতা ৩০ থেকে ৯০ মিটার। |

| প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ |
|---|
| • আনুমানিক ২৫০০০ বছর পূর্বে প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ গঠিত হয়।<br>• বাংলাদেশের মোট ভূমির প্রায় ৮%।<br>• উত্তর পশ্চিমাংশের বরেন্দ্রভূমি, মধ্যভাগের মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং কুমিল্লা জেলার লালমাই পাহাড় বা উঁচু ভূমি এ অঞ্চলের অন্তর্গত।<br>• সোপানসমূহ তিনটি অঞ্চলে বিস্তৃত।<br>ক) বরেন্দ্রভূমি। খ) মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়। গ) লালমাই পাহাড়। |

| | |
|---|---|
| **বরেন্দ্রভূমি** | • দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় ৯৩২০ বর্গ কি.মি. এলাকায় বরেন্দ্রভূমি বিস্তৃত।<br>• প্লাবন সমভূমি হতে এর উচ্চতা ৬ থেকে ১২ মিটার।<br>• এ স্থানের মাটি ধূসর ও লাল বর্ণের।<br>• এ ভূমি অনেকটা অসমতল সোপান/সিড়ির ন্যায়। নওগাঁ, রাজশাহী, জয়পুরহাট, রংপুর, বগুড়া, দিনাজপুর জেলায় এ ভূমি রয়েছে।<br>• বরেন্দ্রভূমির অবস্থান পদ্মা ও যমুনার দোয়ার অঞ্চলে।এর পশ্চিমে রয়েছে মহানন্দা নদী এবং পূর্বে রয়েছে করতোয়া নদী। |
| **মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়** | • টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলায় মধুপুর ও গাজীপুর জেলায় ভাওয়াল গড় অবস্থিত।<br>• এর আয়তন প্রায় ৪১০৩ বর্গ কি.মি.।<br>• সমভূমি থেকে এর গড় উচ্চতা ৩০ মি.।<br>• এ অঞ্চলের মাটির রং লালচে ও ধূসর।<br>• এর উত্তরে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ এবং দক্ষিনে বুড়িগঙ্গা নদী।<br>• মধুপুর গড়কে অনেকে নদী সোপান বলে; অনেকে উত্থিত বা ব-দ্বীপ বলে। |
| **লালমাই পাহাড়** | • কুমিল্লা শহর থেকে ৮ কি.মি. পশ্চিমে লালমাই থেকে ময়নামতি পর্যন্ত বিস্তৃত।<br>• আয়তন ৩৪ বর্গ কি.মি।<br>• গড় উচ্চতা ২১ মিটার।<br>• মাটি লালচে<br>• পাহাড়ের পাদদেশে আলু, তরমুজ চাষ হয়।<br>• মাটি নুড়ি, বালি ও কংকর মিশ্রিত। |

**সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি**

- টারশিয়ারি যুগের পাহাড় ও প্লাইস্টোনিসকালের সোপানসমূহ ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশ নদী বিধৌত এক বিস্তীর্ণ সমভূমি।
- নদীবাহিত মাটি সঞ্চিত হয়ে এ এলাকা গঠিত হয়েছে।
- এর আয়তন প্রায় ১,২৪,২৬৬ বর্গ কি.মি. যা দেশের মোট ভূমির প্রায় ৮০%।
- এ অঞ্চলের মাটি উর্বর।

| | | |
|---|---|---|
| **জেলা ওয়ারি উচ্চতা** | • দিনাজপুর- ৩৭.৫০ মি.<br>• ময়মনসিংহ- ১৮ মি . | • বগুড়া- ২০ মি.<br>• নারায়ণগঞ্জ ও যশোর- ৮ মি. |

**সমভূমির শ্রেণিবিভাগ**

| শ্রেণিবিভাগ | জেলা |
|---|---|
| পাদদেশীয় সমভূমি | রংপুর ও দিনাজপুর |
| বন্যা প্লাবন সমভূমি | ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, পাবনা, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও সিলেট অঞ্চল |
| বদ্বীপ সমভূমি | ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা ও ঢাকা অঞ্চলের অংশ বিশেষ |
| উপকূলীয় সমভূমি | নোয়াখালী, ফেনী নদীর নিম্নভাগ থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত |
| স্রোতজ সমভূমি | খুলনা, পটুয়াখালী অঞ্চল ও বরগুনা জেলার কিছু অংশ |

**বাংলাদেশের বন ও পরিবেশ**

- ☑ বাংলাদেশের বৃহত্তম বনভূমি অঞ্চল- চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল (১৪.১৫০ বর্গ কি.মি.)।
- ☑ রাষ্ট্রীয় বনভূমি নেই- ২৯টি জেলায়।
- ☑ উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী দিয়ে বনাঞ্চল করা হয়েছে- ১২টি জেলায়।
- ☑ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় প্রয়োজনীয় বনভূমি আছে- ৭টি জেলায় (খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, চট্টগ্রাম, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার)।
- ☑ বাংলাদেশ অভয়ারণ্য- ১৪টি।
- ☑ BFRI (Bangladesh Forest Research Institute) বা বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৫৫ সালে। সদরদপ্তর ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
- ☑ বাংলাদেশ ফরেস্ট একাডেমি অবস্থিত- চট্টগ্রামে (প্রতিষ্ঠা-১৯৬৪)।
- ☑ জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান এবং জাতীয় বন নীতি গৃহীত হয়- ১৯৭২ সালে এবং কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৯৪ সালে।
- ☑ বাংলাদেশে প্রথম সামাজিক বনায়ণ কার্যক্রম শুরু হয়- চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় (১৯৮১ সালে)।
- ☑ বন সংরক্ষণ আইন প্রণীত হয়-বন আইন, ১৯৯০ এবং বন আইন, ২০০২।
- ☑ বাংলাদেশ পরিবেশ নীতি ঘোষণা হয়- ১৯৯২ সালে।
- ☑ বৃক্ষ রোপনে সর্বোচ্চ পুরস্কার- প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার (শুরু হয় ১৯৯৩ থেকে)।
- ☑ দেশব্যাপী জাতীয় বৃক্ষ মেলার প্রবর্তন হয়- ১৯৯৪ সালে।
- ☑ BEMF (Bangladesh Environmental Management Force)।

| বনজ সম্পদ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি | | |
|---|---|---|
| অঞ্চল হিসেবে বাংলাদেশের বৃহত্তম বনভূমি | পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি | 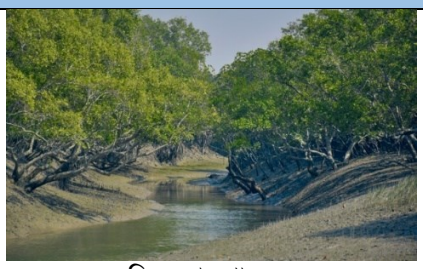 চিত্রঃ ম্যানগ্রোভ বন |
| একমাত্র কৃত্রিম ম্যানগ্রোভ বন | চকোরিয়া, কক্সবাজার | |
| একক বৃহত্তম বনভূমি | সুন্দরবন | |
| পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন | সুন্দরবন | |
| বিভাগ অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি বনভূমি | চট্টগ্রাম বিভাগে (৪৩%) | |
| জেলাভিত্তিক সবচেয়ে বেশি বনভূমি | বাগেরহাট জেলায় | |
| রাষ্ট্রীয় বনভূমি নেই | ২৯টি জেলায় | |
| উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী আছে | ১২টি জেলায় | |
| প্রথম বন নীতি গৃহীত হয় | ১৯৭২ সালে | |
| সামাজিক বনায়নের কাজ শুরু | ১৯৮১ সালে | |
| জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান শুরু | ১৯৭২ সালে | |
| জাতীয় বৃক্ষমেলা প্রবর্তন | ১৯৯৪ সালে | |
| পরিবেশ নীতি ঘোষণা | ১৯৯২ সালে | |
| উচ্চতম বৃক্ষ | বৈলাম | |
| লুকিং গ্লাস ট্রি বলা হয় | সুন্দরী বৃক্ষকে | |
| সূর্যকন্যা বলা হয় | তুলা গাছকে | |
| বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট | চট্টগ্রামে | |
| পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বনভূমি রয়েছে | ৭টি জেলায়।<br>যথা: বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, খুলনা, চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, বান্দরবান ও কক্সবাজার। | |
| বাংলাদেশে সামাজিক বনায়নের কাজ শুরু হয় | চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় | |
| বাংলাদেশের মোট বনভূমির পরিমাণ | ২.৩২ মিলিয়ন হেক্টর | |
| সরকারি হিসেবে, বাংলাদেশের বনভূমি মোট ভূমির | ১৭.৫০% | |
| BFIDC এর পূর্ণরূপ | Bangla Forest Industries Development Corporation | |
| FAO এর বিশ্ব বনভূমি রিপোর্ট ২০১১ মতে, বাংলাদেশে বনভূমি মোট ভূমির | ১১% | |
| একটি দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বনভূমি | ২৫% | |

**সুন্দরবন**

- ☑ সুন্দরবনের মোট আয়তন- প্রায় ১০,০০০ বর্গ কি.মি. (সূত্র- উইকিপিডিয়া)। (৫৭৪৭ বর্গ কি.মি.-সূত্র বন অধিদপ্তর)।
- ☑ বাংলাদেশের অন্তর্গত সুন্দরবনের আয়তন- ২৪০০ বর্গ মাইল বা ৬৪০০ বর্গ কিমি (৬২%)।
- ☑ সুন্দরবন অবস্থিত- বাংলাদেশের ৫টি জেলায় (খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, বরগুনা)।
- ☑ সুন্দরবনের অন্য নাম- বাদাবন, গরান বনভূমি, ম্যানগ্রোভ বন, টাইডাল বন, স্রোতজ বনভূমি প্রভৃতি।
- ☑ UNESCO সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করে- ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ (৭৯৮তম)।
- ☑ প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চার্যের তালিকায় সুন্দরবন- ১৪তম।
- ☑ সুন্দরবন দিবস- ১৪ ফেব্রুয়ারি।
- ☑ সুন্দরবনের অভয়ারণ্য-৩টি; নীল কমল, কটকা, মান্দারবাড়িয়া দ্বীপ।
- ☑ বাংলাদেশের একমাত্র কৃত্রিম ম্যানগ্রোভ বন- চকোরিয়া, কক্সবাজার।

**বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ**

- সাধারণভাবে খনি থেকে প্রাপ্ত সম্পদকে খনিজ সম্পদ বলা হয়। অপর্যাপ্ত খনিজ সম্পদের অধিকারী বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যতীত অন্যান্য খনিজ সম্পদে অত্যন্ত দুর্বল অবস্থানে রয়েছে। প্রাপ্ত খনিজ সম্পদকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে।

| খনিজ সম্পদ | | |
|---|---|---|
| **শক্তি সম্পদ** | **ধাতব খনিজ** | **অধাতব খনিজ সম্পদ** |
| প্রাকৃতিক গ্যাস | তামা | চুনাপাথর |
| কয়লা | আকরিক | চীনা মাটি |
| খনিজ তেল বা পেট্রোলিয়াম | | লৌহা |
| | | সিলিকাবালি |
| | | গন্ধক |
| | | কঠিন শিলা |
| | | খনিজ বালি |

## গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ

### প্রাকৃতিক গ্যাস

| গ্যাস সম্পর্কিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি | |
|---|---|
| CNG এর পূর্ণরূপ | Compressed Natural Gas (কম্প্রেস করা প্রাকৃতিক গ্যাস) |
| গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ১৯৮৮ সালে সমগ্র বাংলাদেশকে বিভক্ত করা হয় | ২৩টি ব্লকে |
| সমুদ্র এলাকায় নতুন করে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে | ২৬টি ব্লকে বিভক্ত করে<br>১৫টি গভীর, ১১টি অগভীর সমুদ্রে |
| উত্তোলনযোগ্য সম্ভাব্য ও প্রমাণিত গ্যাস মজুতের পরিমাণ | ২৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট |
| এ পর্যন্ত বাংলাদেশে আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্রের সংখ্যা | ২৯টি |

- ☑ মোট মজুদ গ্যাসের পরিমাণ - ৩৮.০২ টি.সি.এফ., উত্তোলনযোগ্য ২৭.১২ টি.সি.এফ.।
- ☑ বাংলাদেশে প্রথম গ্যাসক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়- ১৯৫৫ সালে সিলেটের হরিপুরে এবং গ্যাস উত্তোলিত হয়-১৯৫৭ সালে হরিপুর গ্যাসক্ষেত্রে।
- ☑ বাংলাদেশে মোট ২৯টি গ্যাসক্ষেত্র রয়েছে (সর্বশেষ ইলিশা -১, ভোলা)।
- ☑ সমুদ্র উপকূল এলাকায় আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র- ২টি (সাঙ্গু, কুতুবদিয়া)।
- ☑ দেশের সবচেয়ে বড় গ্যাসক্ষেত্র-তিতাস গ্যাসক্ষেত্র (দৈনিক সবচেয়ে বেশি গ্যাস উত্তোলিত হয় তিতাস গ্যাসক্ষেত্র হতে)।
- ☑ রান্নার জন্য প্রথম গ্যাস সরবরাহ করা হয়- ১৯৬৮ সালে (লেখক শওকত ওসমানের বাসায়)।
- ☑ টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্রে অগ্নিকান্ড ঘটে- ২০০৫ সালে (সুনামগঞ্জ এ গ্যাসক্ষেত্রে অগ্নিকান্ডের সময় দায়িত্বে ছিল কানাডার কোম্পানি নাইকো)।
- ☑ গ্যাস সম্পদ দ্রুত অনুসন্ধানের লক্ষ্যে সরকার ১৯৮৮ সালে সমগ্র দেশকে ২৩টি ব্লকে বিভক্ত করে। এছাড়া সামুদ্রিক এলাকায় তেল গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য উক্ত এলাকাকে ২৮টি নতুন ব্লকে বিভক্ত করে সরকার আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করে।
- ☑ তিতাস গ্যাসক্ষেত্র- ব্রাহ্মনবাড়িয়া।
- ☑ গ্যাস বেশি ব্যবহৃত হয়- বিদ্যুৎ তৈরিতে।
- ☑ বাংলাদেশ গ্যাসের সিস্টেম লস- ২%।
- ☑ সুনেত্র গ্যাসক্ষেত্রটি-সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনা।
- ☑ নিরব খনির দেশ বলা হয়-বাংলাদেশকে।

| বঙ্গোপসাগর |
|---|
| • বঙ্গোপসাগর ভারত মহাসাগরের অংশবিশেষ। |
| • বঙ্গোপসাগরের গড় গভীরতা ৮,৫০০ ফুট বা ২৬০০ মিটার। |
| • সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড (Swatch of no ground): বঙ্গোপসাগরের একটি খাদের নাম।এর অন্য নাম 'গঙ্গাখাত'। এর প্রস্থ ৫ থেকে ৭ কিলোমিটার এবং মহীসোপানের কিনারায় এ খাদের গভীরতা প্রায় ১২০০ মিটার। |
| • Ninety East Ridge- ভারত মহাসাগরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবয়ব। বঙ্গোপসাগর গঠিত হওয়ার প্রাথমিক কালেই এটি অস্তিত্ব লাভ করে। |
| • বিশ্বের বৃহত্তম সাবমেরিন ফ্যান অবস্থিত বঙ্গোপসাগরে। যা বেঙ্গল ফ্যান বা গঙ্গা ফ্যান নামে পরিচিত। |

| বদ্বীপ | |
|---|---|
| পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ | বাংলাদেশ |
| বাংলাদেশের বৃহত্তম বদ্বীপ | সুন্দরবন |

| বিল সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য | | |
|---|---|---|
| বাংলাদেশের মিঠাপানির মাছের প্রধান উৎস | চলনবিল | চলনবিল |
| চলনবিল বাংলাদেশের | বৃহত্তম বিল | |
| চলনবিলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে | আত্রাই নদী | |
| পশ্চিমা বাহিনী নদী দিয়ে বলা হয় | ডাকাতিয়া বিলকে | |
| চলনবিল অবস্থিত | পাবনা, নাটোর ও সিরাজগঞ্জ জেলায় (৩ জেলায়) | |
| বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী বিল | তামাবিল | |
| তামাবিল বিখ্যাত | ভারত থেকে কয়লা আমদানি করার জন্য | |

### খনিজ তেল

- ☑ বাংলাদেশে ১৯৮৬ সালে সিলেটের হরিপুরে প্রথম তেলের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৮৭ সালে তেলক্ষেত্রটি থেকে তেল উত্তোলন শুরু হয় এবং ১৯৯৪ সালে তেল উত্তোলন বন্ধ হয়ে যায়।
- ☑ দেশের একমাত্র জ্বালানি তেল পরিশোধন ও শোধনাগারের নাম ERL- Eastern Refinery Limited.
  দেশে তেল বিতরণ ও বিপণন কোম্পানি ৩টি:
- ☑ → পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (POCL)
- ☑ → যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড (JOCL)
- ☑ → মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড (MPL)

| কয়লা | | | |
|---|---|---|---|
| মোট কয়লা খনির সংখ্যা | ৫টি | খনির নাম | অবস্থান |
| | | বড় পুকুরিয়া (১৯৮৫) | দিনাজপুর |
| | | (ফুলবাড়ি (১৯৯৭) | দিনাজপুর |
| | | দীঘিপাড়া (১৯৯৫) | দিনাজপুর |
| | | জামালগঞ্জ (১৯৬২) | জয়পুরহাট |
| | | খালাসপীর (১৯৮৯) | রংপুর |
| বিটুমিনাস ও লিগনাইট কয়লার প্রাপ্তিস্থান | জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জ, রংপুর জেলার খালাসপীর, নওগাঁও পত্নীতলা, দিনাজপুর জেলার বড় পুকুরিয়া, ফুলবাড়ী, দীঘিরপাড়া, সুনামগঞ্জ জেলার লাল ঘাট, টাকেরহাট প্রভৃতি। | | |
| পিট কয়লার প্রাপ্তিস্থান | ফরিদপুরের চান্দাবিল ও বাইগার বিল, খুলনা অঞ্চলের কোল বিল, সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ময়মনসিংহ প্রভৃতি। | | |
| পিট কয়লা | ভেজা ও নরম | | |
| আইভরি ব্ল্যাক | অস্থিজ কয়লা | | |

- ☑ জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জ, রংপুর জেলার খালাশপীর, নঁওগার পত্নীতলা, দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়া, ফুলবাড়ী, দীঘিপাড়া, সুনামগঞ্জের লালঘাট, টাকেরঘাটে উন্নতমানের বিটুমিনাস ও লিগনাইট কয়লা পাওয়া যায়।
- ☑ এছাড়া ফরিদপুর, খুলনা, সিলেট, ব্রহ্মনবাড়িয়ায় পিট কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে।
- ☑ বাংলাদেশে মোট আবিষ্কৃত কয়লা খনি- ৬টি।
- ☑ দেশের প্রথম কয়লা শোধনাগার- বিরামপুর হার্ড কোং লি. (দিনাজপুর)
- ☑ উন্নতমানের কয়লা পাওয়া গেছে- জয়পুরহাটের জামালগঞ্জ।

**চুনাপাথর**

- ☑ ১৯৫৮ সালে সেন্টমার্টিনে প্রথম চুনাপাথরের সন্ধান পাওয়া যায়। এছাড়াও টাকেরঘাট, জাফলং, হবিগঞ্জ ও সীতাকুন্ডে চুনাপাথর পাওয়া যায়।
- ☑ মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় ১৯৯৪ সালে ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া যায়।

**বাংলাদেশের বিদ্যুৎশক্তি**

- ☑ বাংলাদেশের বিদ্যুৎশক্তির উৎস মূলত-প্রাকৃতিক গ্যাস (৮০%), এছাড়াও খনিজ তেল, কয়লা ও পানি হতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়।
- ☑ ঢাকায় প্রথম বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালানো হয়- ১৯০১ সালে (আহসান মঞ্জিলে)।
- ☑ দেশের বৃহত্তম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র- কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- ☑ দেশের প্রথম বার্জমাউন্টেড বিদ্যুৎকেন্দ্র- খুলনা বার্জমাউন্টেড বিদ্যুৎকেন্দ্রে।
- ☑ দেশের একমাত্র পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের নাম- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প (ঈশ্বরদী, পাবনা) চুক্তি হয় রাশিয়ার সাথে, চুক্তি হয়-২০১১ সালে।
- ☑ দেশের একমাত্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম- কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। স্থাপিত হয় ১৯৬২ সালে এর উৎপাদন ক্ষমতা ২৩০ মেগাওয়াট।
- ☑ দেশের প্রথম সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হয়- নরসিংদী জেলার করিমপুর ও নজরপুরে।
- ☑ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প- তিস্তার চর, গাইবান্ধা।
- ☑ পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুতায়নের দায়িত্ব- REB (Rural Electrification Board). গঠিত- ১৯৭৭ সাল।
- ☑ বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো রয়েছে- কুতুবদিয়া, সোনাগাজী ও মিরসরাই।
- ☑ বেসরকারী বড় বিদ্যুৎকেন্দ্র- মেঘনাঘাট।
- ☑ গ্যাস চালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র- হরিপুর বিদ্যুৎকেন্দ্র।
- ☑ কয়লা চালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র- বড় পুকুরিয়া।
- ☑ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পাচ্ছে-৭৫% মানুষ।
- ☑ বিদ্যুতের সিস্টেম লস-১২.৫১%।

**রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প**

সুন্দরবন হতে মাত্র ১৪ কি.মি. দূরে বাগেরহাট জেলার রামপাল নামকস্থানে পশুর নদীর তীরে ১৩২০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে বাংলাদেশ ও ভারত সরকার যৌথভাবে। এ প্রকল্পের ৭০ ভাগ অর্থায়ন হবে বিদেশী সংস্থা এবং বাকি ৩০ ভাগের মধ্যে ১৫ ভাগ বাংলাদেশ এবং ১৫ ভাগ ভারত বহন করবে। বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অর্থের সুদ এবং ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব বর্তমানে বাংলাদেশের উপর কিন্তু ১৫ ভাগ বিনিয়োগ করে উৎপাদিত বিদ্যুতের ৫০% মালিকানা লাভ করবে ভারত।

**বাংলাদেশের মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ**

- ☑ BLRI (Bangladesh Livestock Research Institute) প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৮৪ সালে। এর সদর দপ্তর সাভার, ঢাকা।
- ☑ বাংলাদেশে ভেটেরিনারি কলেজ রয়েছে ৩টি (সিলেট, বরিশাল, দিনাজপুর এবং বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে একটি-চট্টগ্রাম)।
- ☑ বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি মহিষ প্রজনন কেন্দ্র-ফকিরহাট, বাগেরহাট।
- ☑ ছাগল প্রজনন কেন্দ্র অবস্থিত-সিলেটের টিলাগড়ে।
- ☑ গো-প্রজনন এবং দুগ্ধ খামার- সাভার, ঢাকা।
- ☑ দেশের প্রথম গাধা প্রতিপালন কেন্দ্র- রাঙ্গামাটি।
- ☑ হরিণ প্রজনন কেন্দ্র কক্সবাজার জেলার-চকোরিয়াতে।
- ☑ দেশের একমাত্র সরকারি কুমির প্রজনন কেন্দ্র-করমজল, সুন্দরবন (২০০২)।
- ☑ দেশের প্রথম বেসরকারি কুমির খামার- ভালুকা, ময়মনসিংহ।
- ☑ হাঁস প্রজনন কেন্দ্র-নারায়ণগঞ্জ।

**বাংলাদেশের মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউ**

- ১৯৮৪ সালে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের মাধ্যমে মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত মংয়মনসিংহস্থ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। এছাড়া পরিবেশগত অবস্থানুযায়ী এর ৫টি গবেষণা কেন্দ্র ও ৫টি উপকেন্দ্র রয়েছে।

| কেন্দ্রের নাম | গবেষণার ধরন | সদর দপ্তর |
|---|---|---|
| **স্বাদু পানি কেন্দ্র** | স্বাদু পানির মাছ গবেষণা | মংমনসিংহ |
| **নদী কেন্দ্র** | নদীর মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা, গবেষণা ও ইলিশ মাছ গবেষণা | চাঁদপুর |
| **লোনা পানি কেন্দ্র** | লোনা পানির মাছ গবেষণা | পাইকগাছা, খুলনা |
| **সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র** | সমুদ্রের মাছ চাষ, সংগ্রহ, উন্নয়ন ও গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা | কক্সবাজার |
| **চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র** | চিংড়ি মাছ নিয়ে গবেষণা | বাগেরহাট |

☑ দেশের ফিশ মিউজিয়াম অবস্থিত- বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে।
☑ Marine Fisheries Academy অবস্থিত- ইছানগর (চট্টগ্রাম)।
☑ White Gold বলা হয়- বাংলাদেশের চিংড়ি সম্পদকে।
☑ বাংলাদেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র- হালদা নদী।
☑ মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে চতুর্থ। দেশে চাষকৃত মোট মাছের উৎপাদন ১০ লাখ টন।

*জেনে নিন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি-*

- মাছ উৎপাদনে শীর্ষ জেলা হলো- ময়মনসিংহ।
- সবচেয়ে দ্রুতগতির মাছের নাম হলো- টুনা মাছ।
- মুখে ডিম রেখে বাচ্চা ফুটায় যে মাছ- তেলাঁপিয়া।
- ক্ষুদ্রতম মাছ হলো-ইনস্ট্যান্ট ফিস।
- সামুদ্রিক মাছ শিকারের জন্য বিখ্যাত- সোনাদিয়া দ্বীপ।
- মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান- দ্বিতীয়।
- চিংড়ি খাতে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বাংলাদেশের অবস্থান- ৪র্থ।
- মাছের কাঁটায় প্রচুর পরিমাণে থাকে- ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস।
- প্রাকৃতিক উপায়ে বাংলাদেশের মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র হলো- হালদা নদী।
- বাংলাদেশের কুয়েত সিটি নামে পরিচিত- খুলনা জেলা (চিংড়ি চাষের জন্য)।

**জেনে রাখা ভালো-**

| | |
|---|---|
| আমিষের প্রধান উৎস- মাছ। | মাছের উঁকুনের নাম-আরগুলাস (Argulus)। |
| মাছ থেকে আমিষ পাওয়া যায়-৬০%। | পিরানহা হলো-রাক্ষুসে মাস (মানুষ খেকো)। |
| সর্বভূক জাতীয় মাছ হলো-শিং ও মাগুর। | মৎস্য আমদানিতে শীর্ষ দেশ হলো-জাপান। |
| মাছ ও শুটকির জন্য বিখ্যাত-দুবলার চর | মৎস্য উৎপাদনে ও রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ-চীন। |

**বাংলাদেশের পানি শোধনাগার**

| পানি শোধনাগার | অবস্থিত | নির্মাণকাল | অন্যান্য তথ্য |
|---|---|---|---|
| চাঁদনিঘাট | ঢাকা | ১৮৭৪ সাল | প্রথম শোধনাগার |
| সোনাকান্দা | নারায়ণগঞ্জ | ১৯২৯ সাল | - |
| গোদানাইল | নারায়ণগঞ্জ | ১৯৮৯ সাল | - |
| সায়েদাবাদ | ঢাকা | ২০০২ সাল | বৃহত্তম পানি শোধনাগার |
| শেখ হাসিনা ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট | চট্টগ্রাম | ১২ মার্চ ২০১৭ | - |

**বাংলাদেশের শক্তি সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি**

| | |
|---|---|
| বাংলাদেশের বৃহত্তম বিদ্যুৎকেন্দ্র | পটুয়াখালী জেলার পায়রা |
| বাংলাদেশের বৃহত্তম তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র | ভেড়ামারা (কুষ্টিয়া) |
| বাংলাদেশের প্রথম গ্যাসচলিত বিদ্যুৎকেন্দ্র | সিলেটের হরিপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্র |
| বাংলাদেশের প্রথম কয়লাচলিত বিদ্যুৎকেন্দ্র | দিনাজপুর বড়পুকুরিয়া |
| বাংলাদেশের প্রথম বার্জমাউন্টেড বিদ্যুৎকেন্দ্র | খুলনায় বার্জমাউন্টেড বিদ্যুৎকেন্দ্র |
| বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র | দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া |
| বাংলাদেশে পানি বিদ্যুৎকেন্দ্র | কাপআতই জলবিদ্যুৎকেন্দ্র |
| কাপ্তাই জলবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে | কর্ণফুলী নদীতে |
| কাপ্তাই জলবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হয় | ১৯৬২ সালে |
| কাপ্তাই জলবিদ্যুৎকেন্দ্র কার্যক্রম শুরু হয় | ১৯৬৫ সালে |
| কাপ্তাই জলবিদ্যুকেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা | ২৩০ মেগাওয়াট |
| বাংলাদেশের একমাত্র কৃত্রিম হ্রদ তৈরি করা হয়েছে | কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দিয়ে |

| | |
|---|---|
| কাপ্তাই ড্যাম অবস্থিত | কাপ্তাই বাঁধ, রাঙামাটি |
| বাংলাদেশে আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম | রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প |
| রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প অবস্থিত | ঈশ্বরদী, পাবনা |
| সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়িতে অবস্থিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের নাম | বিজয়ের আলো |
| বাংলাদেশের বৃহত্তম সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র | তিস্তার চর, গাইবান্ধা |
| কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র অবস্থিত | সামপারী, রামপাল, বাগেরহাট |
| বাংলাদেশের প্রথম বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হয় | ফেনী সোনাগাজীতে |
| বাংলাদেশের প্রথম সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হয় | নরসিংদী জেলার করিমপুর ও নজরপুরে |
| বিদ্যুৎ বিতরণের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান | Dhaka Electric Supply Company Ltd. (DESCO), Dhaka Power Distribution Company Ltd (DPDC), Rural Electrification Board বা পল্লি বিদ্যুতায়ন বোর্ড (REB) |
| গ্রাম বাংলায় বিদ্যুতায়নের দায়িত্বে সরাসরিভাবে নিয়োজিত | পল্লি বিদ্যুতায়ন বোর্ড (REB) |

| সেচ প্রকল্প, বাঁধ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ | |
|---|---|
| বাংলাদেশের প্রথম সেচ প্রকল্প | গঙ্গা-কপোতাক্ষ (G-K) সেচ প্রকল্প, ১৯৫৪ সালে স্থাপিত হয়। |
| গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্পের আওতাভুক্ত অঞ্চল | কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনা। |
| বাংলাদেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প | তিস্তা বাঁধ প্রকল্প। মূলত এটির নাম তিস্তা ব্যারেজ সেচ প্রকল্প। ৫ লক্ষ ৪০ হাজার হেক্টর ভূমিতে সেচ প্রদান করা হয়। এটি লালমনিরহাট জেলার তিস্তা নদীর ডালিয়া ও দোয়ানি পয়েন্টে অবস্থিত। |
| তিস্তা বাঁধ অবস্থিত | লালমনিরহাট জেলায়। |
| তিস্তা বাঁধ প্রকল্পে আওতাভুক্ত অঞ্চল | রংপুর ও দিনাজপুর |
| তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের নির্মাণকাজ শুরু হয় | ১৯৫৯-৬০ সালে। |
| তিস্তা বাঁধ প্রকল্প উদ্বোধন করা হয় | ৫ আগস্ট ১৯৯০। |
| DND বাঁধের পুরো নাম | ঢাকা- নারায়ণগঞ্জ- ডেমরা। |
| বাকল্যান্ড বাঁধ অবস্থিত | বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ব্রিটিশ আমলে এ বাঁধ নির্মাণ করা হয়। |
| ২০১৮-১৯ অর্থবছরে | সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ ছিল ৫৬.২০ লক্ষ হেক্টর। |

| অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য | |
|---|---|
| ফারাক্কা বাঁধ পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয় | ১৯৭৫ সালে। |
| ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানিবন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় | ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬। |
| গঙ্গার পানিবন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় | ভারতের নয়াদিল্লিতে। |
| বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ফারাক্কা বাঁধের দূরত্ব | ১৬.৫ কি.মি.। |

## বিসিএস পরীক্ষায় আসা বিগত সালের প্রশ্ন সমূহ

**১. নিচের কোনটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ গ্যাস ক্ষেত্র?** [৪৫তম বিসিএস]
ক. বাখরাবাদ খ. হরিপুর গ. তিতাস ঘ.হবিগঞ্জ উত্তর: গ

**২. বাংলাদেশের প্রথম কয়লানির্ভর বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?** [৪৪তম বিসিএস]
ক. কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি খ. সাভার, ঢাকা গ. সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম ঘ. বড়পুকুরিয়া, দিনাজপুর উত্তর: ঘ

**৩. নিচের কোনটি বাংলাদেশের বৃহত্তম গ্যাসক্ষেত্র?** [৪৪তম বিসিএস]
ক. বাখরাবাদ খ. হরিপুর গ. তিতাস ঘ. হবিগঞ্জ উত্তর: গ

**৪. কোনটি নবায়নযোগ্য সম্পদ?** [৪৪তম বিসিএস]
ক. প্রাকৃতিক গ্যাস খ. চুনাপাথর গ. বায়ু ঘ. কয়লা উত্তর: গ

**৫. বাংলাদেশের ব্লু-ইকোনমির চ্যালেঞ্জ নয় কোনটি?** [৪৪তম বিসিএস]
ক. ঘন ঘন বন্যা খ. সমুদ্র দূষণ গ. ত্রুটিপূর্ণ সমুদ্র শাসন ঘ. উপরের কোনটিই নয় উত্তর: ক

**৬. বাংলাদেশের কোন জেলাটি কয়লা সমৃদ্ধ?** [৪৩তম বিসিএস]
ক. সিলেট খ. কুমিল্লা গ. রাজশাহী ঘ. দিনাজপুর উত্তর: ঘ

৭. বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি পাট উৎপন্ন হয় কোন জেলায়? [৪০তম বিসিএস]
ক. ফরিদপুর খ. রংপুর গ. জামালপুর ঘ. শেরপুর উত্তর: ক

৮. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সেক্টরগুলোর মধ্যে কোন খাতে বেশি কর্মসংস্থান হয়? [৪০তম বিসিএস]
ক. নির্মাণ খাত খ. কৃষি খাত গ. সেবা খাত ঘ. শিল্প কারখানা খাত উত্তর: খ

৯. এনরন (ENRON) কি? [২৪তম বিসিএস]
ক. একটি যুদ্ধবিমানবাহী জাহাজ খ. একটি ঔধষের নাম
গ. এক প্রকার রোগজীবাণু ঘ. পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম দেউলিয়া ঘোষিত জ্বালানি কোম্পানি উত্তর: ঘ

১০. আরব দেশসমূহ পাশ্চাত্যের ওপর তেল অবরোধ করে– [১৭তম বিসিএস]
ক. ১৯৭০ সালে খ. ১৯৭৩ সালে গ. ১৯৭৪ সালে ঘ. ১৯৭৮ সালে উত্তর: খ

১১. পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বেশি গম উৎপাদনকারী দেশ কোনটি? [৩১তম বিসিএস]
ক. অস্ট্রেলিয়া খ. কানাডা গ. যুক্তরাষ্ট ঘ. চীন উত্তর: ঘ

১২. কোনো দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বনাঞ্চল প্রয়োজন মোট ভূমির- [১৯তম বিসিএস]
ক. ১৬ শতাংশ খ. ২০ শতাংশ গ. ২৫ শতাংশ ঘ. ৩০ শতাংশ উত্তর: গ

১৩. বাংলাদেশের কোন অঞ্চল বেশি খরাপ্রবণ? [৩৭তম বিসিএস]
ক. উত্ত-পূর্ব অঞ্চল খ. উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল গ. দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল ঘ. দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল উত্তর: খ

১৪. গ্রিন হাউজ ইফেক্টের জন্য বাংলাদেশে কোন ধরনের ক্ষতি হতে পারে? [২৬তম বিসিএস]
ক. নিম্নভূমি নিমজ্জিত হবে খ. ক্রমশ উত্তাপ বেড়ে যাবে গ. বৃষ্টিপাত কমে যাবে ঘ. বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়বে উত্তর: ক

১৫. রাজশাহীর উত্তরাংশ, বগুড়ার পশ্চিমাংশ, রংপুর ও দিনাজপুর কিছু অংশ নিয়ে গঠিত– [১৯তম বিসিএস]
ক. পললগঠিত সমভূমি খ. বরেন্দ্রভূমি গ. চলনবিল ঘ. পাহাড়পুর উত্তর: খ

১৬. বাংলাদেশের পাহাড়শ্রেণী ভূ-তাত্ত্বিক যুগের ভূমিরূপ হচ্ছে– [১৭তম বিসিএস]
ক. প্লাইস্টোসিন যুগের খ. টারশিয়ারী যুগের গ. মায়োসিন যুগের ঘ. ডেবোনিয়াস যুগের উত্তর: খ

১৭. বাংলাদেশের কোন বনভূমি শালবৃক্ষের জন্য বিখ্যাত? [১১তম বিসিএস]
ক. সিলেটের বনভূমি খ. পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি
গ. ভাওয়াল ও মধুপুরের বনভূমি ঘ. খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালীর বনভূমি উত্তর: গ

## শিক্ষার্থীদের কাজ

১. পিসিকালচার বলতে কী বুঝায়?
ক. রেশম চাষ খ. মৌমাছি পালন গ. মৎস্য চাষ ঘ. হাঁস-মুরগি পালন উত্তর: গ

২. বাংলাদেশের 'হোয়াইট গোল্ড' নামে পরিচিত-
ক. ইলিশ খ. চিংড়ি গ. পাটের আঁশ ঘ. চা উত্তর: খ

৩. বাংলাদেশের 'ব্ল্যাক টাইগার' বলা হয়?
ক. বাগদা চিংড়িকে খ. গলদা চিংড়িকে গ. ক ও খ ঘ. কোনোটিই নয় উত্তর: ক

৪. সামুদ্রিক মাছ শিকারের জন্য বিখ্যাত
ক. সোনাদিয়া দ্বীপ খ. কুতুবদিয়া দ্বীপ গ. সেন্টমার্টিন ঘ. মহেশখালী উত্তর: ক

৫. চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
ক. খুলনা খ. ময়মনসিংহ গ. বাগেরহাট ঘ. চাঁদপুর উত্তর: গ

৬. প্রাকৃতিক উপায়ে বাংলাদেশের মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র কোথায় অবস্থিত?
ক. চলন বিল খ. হালদা নদী গ. ডাকাতিয়া নদী ঘ. রূপসা নদী উত্তর: খ

৭. চিংড়ি চাষের জন্য বাংলাদেশের কোন জেলাকে কুয়েত সিটি বলা হয়?
ক. খুলনা খ. বাগেরহাট গ. চট্টগ্রাম ঘ. কক্সবাজার উত্তর:ক

## গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সমূহ

১. যে সকল কৃষকের নিজেদের জমির পরিমাণ এক একরের নিচে তাদেরকে বলে?
ক. প্রান্তিক চাষী খ. মধ্যম চাষী গ. ভূমিহীন চাষী ঘ. ছোট চাষী উত্তর: গ

২. যে জমি চাষ করে কেবল উৎপাদনের খরচ তুলতে পারে ঐ জমিকে কি বলে?
ক. উদ্বৃত্ত জমি খ. প্রান্তিক জমি গ. নিকৃষ্ট জমি ঘ. কোনোটিই নহে উত্তর: খ

৩. ডিএই(DAE) বাংলাদেশে সরকারের কী বিষয়ক সংস্থা?
ক. ঔষধ খ. কৃষি গ. শিক্ষা ঘ. নাট্যকলা উত্তর: খ

৪. বাংলাদেশের চিনি শিল্পের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত?
ক. দিনাজপুর খ. রংপুর গ. ঈশ্বরদী ঘ. চট্টগ্রামে উত্তর: গ

**৫. 'চা গবেষণা কেন্দ্র' অবস্থিত-**
ক. ঢাকায় খ. সিলেটে গ. শ্রীমঙ্গলে ঘ. চট্টগ্রামে উত্তর: গ

**৬. 'রাষ্ট্রপতি পুরস্কার' প্রদান করা হয়-**
ক. শিল্প উন্নয়নের জন্য খ. শ্রেষ্ঠ শিল্প উদ্যোক্তার জন্য গ. কৃষি উন্নয়নের জন্য ঘ. শিক্ষায় অবদানের জন্য উত্তর: গ

**৭. কৃষির রবি মৌসুম কোনটি?**
ক. চৈত্র-বৈশাখ খ. শ্রাবন-আশ্বিন গ. কার্তিক-ফাল্গুন ঘ. ভাদ্র-অগ্রাহায়ন উত্তর: গ

**৮. কোনটি রবি ফসল নয়?**
ক. টমেটো খ. মূলা গ. কচু ঘ. গম উত্তর: গ

**৯. ট্রিপল সুপার ফসফেট হলো-**
ক. এক জাতীয় কীটনাশক খ. এক জাতীয় সার গ. এক জাতীয় ঔষধ ঘ. এক জাতীয় পশু খাদ্য উত্তর: খ

**১০. কোন জেলাকে শস্যভাণ্ডার বলা হয়?**
ক. রংপুর খ. বরিশাল গ. যশোর ঘ. ময়মনসিংহ উত্তর: খ

**১১. বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত হয়-**
ক. আউশ ধান খ. আমন ধান গ. বোরো ধান ঘ. ইরি ধান উত্তর: গ

**১২. বাংলাদেশে 'কৃষি দিবস'-**
ক. পহেলা কার্তিক খ. পহেলা অগ্রহায়ণ গ. পহেলা পৌষ ঘ. পহেলা আষাঢ় উত্তর: খ

**১৩. পাওয়ার থ্রেসার কি?**
ক. দেহের প্রেসার মাপার যন্ত্র খ. ধান মাড়াইয়ের মেশিন গ. ধান শুকানো মেশিন ঘ. মরিচা ভাঙ্গানোর মেশিন উত্তর: খ

**১৪. সর্ব প্রথম যে উফশি ধান এদেশে চালু হয়ে এখনও বর্তমান রয়েছে তা হলো-**
ক. ইরি-৮ খ. ইরি-১ গ. ইরি-২০ ঘ. ইরি-৩ উত্তর: ক

**১৫. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত?**
ক. জয়দেবপুর খ. ময়মনসিংহ গ. ঢাকা ঘ. দিনাজপুর উত্তর: ক

**১৬. 'Indigenous' শব্দের অর্থ-**
ক. মেধাবী খ. আনাড়ী গ. স্বদেশি ঘ. বিদেশি উত্তর: গ

**১৭. উচ্চ ফলনশীল 'হরি ধান'-এর আবিষ্কারক-**
ক. ঝিনাইদহের হরিপদ কাপালী খ. যশোরের হরিপদ কাপালী গ. নড়াইলের হরিপদ কাপালী ঘ. শ্রীমঙ্গলের হরিধন চক্রবর্তী উত্তর: ক

**১৮. উত্তরাঞ্চলে 'মঙ্গার ধান' বলে পরিচিত-**
ক. ব্রি-৩৩ খ. বি আর ২৮ গ. স্বর্ণা ঘ. বি আর ২২ উত্তর: ক

## বাড়ির কাজ

**১. কৃষি উদ্যান বিষয়ক বিদ্যাকে বলা হয়-**
ক. প্রোন কালচার খ. হর্টিকালচার গ. এভিকালচার ঘ. সেরিকালচার উত্তর: খ

**২. মুক্তা চাষ বিষয়ক বিদ্যাকে কী বলা হয়?**
ক. পার্ল কালচার খ. সেরিকালচার গ. প্রোন কালচার ঘ. হর্টিকালচার উত্তর: ক

**৩. ব্যাঙ চাষ বিষয়ক বিজ্ঞানকে বলা হয়-**
ক. পিসিকালচার খ. হর্টিকালচার গ. ফ্রগ কালচার ঘ. প্রোন কালচার উত্তর: গ

**৪. বাংলাদেশ মৃত্তিকা সম্পদ ইনস্টিটিউট অবস্থিত-**
ক. সাভার, ঢাকা খ. ফার্মগেট, ঢাকা গ. জয়দেবপুর, গাজীপুর ঘ. ময়মনসিংহ উত্তর: খ